সাহাবীদের ঈমান দীপ্ত জীবনী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাঃ

———–—

মনোযোগ দিয়ে পড়ুন,ভালো করে পড়ুন।আল্লাহ তার রাসূলের সাহাবী হিসেবে কাদেরকে বাছাই করেছিলেন?আল্লাহ তার রাসূলের সাহাবী হিসেবে কাদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন? আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের সাহাবী হিসেবে এমন একদল জানবাজ মুজাহিদদের নির্বাচন করেছিলেন যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানকে রক্ষা করতেন।যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাকে রক্ষা করতেন।এরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম, এদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার নবীর সহচর্যের জন্য, তার নবীর সান্নিধ্যের জন্য বাছাই করেছিলেন। সীরাতের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সংবাদ পেলেন যে খালিদ আল খুযালি নামক এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার করার জন্য মক্কায় সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে আসলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,কে আছো এমন যে খালিদ আল খুযালিকে হত্যা করতে পারবে? আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু নামে এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন।তিনি বললেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পারবো।আর ও বললেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ!আমাকে তার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দিন যাতে করে আমি তাকে চিনতে পারি।রাসূল সাঃ বললেন,সে হচ্ছে তার গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি, সে যখন কথা বলে তখন সবাই চুপ করে তার কথা শুনতে থাকে,সে অনেক স্পষ্টভাষী,তাকে দেখে সবাই ভয় পাই।সে সময়ের আরবের লোকেরা বলতো, খালিদ আল খুযালি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। তার শরীরে এক হাজার মানুষের পরিমাণ মানুষের শক্তি আছে।খালিদ আল খুযালি এত শক্তিশালী হওয়া স্বত্তেও আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে বিন্দুমাত্র ভয় করলেন না।কেননা ঈমানদার রা তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না।ঈমানদার রা তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পরোয়া করেন না।আল্লাহভীরু যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু খালিদ আল খুযালি কে হত্যার করার মিশন নিয়ে নির্ভয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা দিলেন।আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু মক্কায় পৌঁছে শুনতে পেলেন খালিদ আল খুযালি তার লোকজনকে নিয়ে মীনায় অবস্থান করছে।আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং খালিদ আল। খুযালিকে গিয়ে বললেন,সে মুহাম্মদকে সাঃ হত্যা করতে তাদেরকে সহায়তা করতে এসেছে। তিনি তাদেরকে ধোকা দিলেন,কেননা।যুদ্ধ মানেই তো ধোকা। একথা শুনে খালিদ আল খুযালি আনন্দিত হয়ে তাকে কাছে টেনে নিলো। আব্দুল্লাহ উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলো খুবই বিচক্ষণ তরুণ। সে মানুষের সাথে খুব অল্পতে মিশতে পারতো।এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সুযোগ পেয়ে গেলেন,তিনি একদিন দেখলেন,খালিদ আল খুযালি তাবুর পিছনে বসে আছে,তিনি তার তরবারিরকে খাপ মুক্ত করলেন এবং প্রচন্ড শক্তিতে তার গর্দানে আঘাত

করলেন।তার তরবারির আঘাতে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো।আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সফলভাবে তার মিশন শেষ করে মদীনার দিকে রওনা দিলেন। সে মদীনায় পৌঁছার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহী চলে আসলো।এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে।জানিয়ে দেওয়া হলো যে আপনার সৈনিক সফলভাবে অভিযান পরিচালনা করেছে।সে আল্লাহর দুশমন কে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে।সে যখন।মদীনায় পৌঁছলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন,আল্লাহ তায়ালা তোমার চেহারাকে আলোক উজ্জ্বল করুন।আল্লাহ তায়ালা তোমার চেহারাকে আলোকময় করুন।এ কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যবহৃত লাঠি তাকে দিয়ে দিলেন।তাকে বললেন,তুমি এই লাঠিটি তোমার সঙ্গে রাখবে।কিয়ামতের দিন এই লাঠিটির মাধ্যমে আমি তোমাকে চিনতে পারবো। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন তার কাফনের ভিতরে লাঠিটি ও দিয়ে দেওয়া হলো।কেননা এই লাঠিটি কিয়ামতের দিন প্রমাণ বহন করবে।এই লাঠিটি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে যে দুনিয়াতে সে তার আল্লাহ ও রাসূল সাঃ কে সাহায্য করেছিলো।

প্রিয় উপস্থিতি! এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম এটা ছিলো সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এর অবস্থা। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমনকে এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় করেছিলেন।তারা ইসলামের দুশমনকে এভাবে হত্যা করেছিলেন।আজ আমরা কি করছি? আমাদের চোখের সামনে ইসলামের দুশমনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলছে,আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন এবং প্রাণের স্পন্দন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করছে আর আমরা চুপ করে বসে আছি, নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছি।